বন্দী পরিদর্শন

ICRC

সংক্ষেপে

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি
বাড়ি - ৭২ , রোড - ১৮, ব্লক - জে
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
টেলিফোন + ৮৮ ০২ ৮৮৩৭৪৬১, ৮৮৩৫৫১৫
ফ্যাক্স + ৮৮ ০২ ৮৮৩৭৪৬২
ই-মেইল : dhaka.dha@icrc.org www.icrc.org
© আইসিআরসি, সেপ্টেম্বর ২০১২

প্রচ্ছদ ঃ ক্রিস্টফ ভন টগেনবার্গ/আইসিআরসি

জেসিকা লী লেচ/আইসিআরসি

পরিদর্শন পদ্ধতি

- আইসিআরসি পরিদর্শন দলের আগমন
- প্রাথমিক আলোচনা
- কারাগার এলাকা পরিদর্শন
- বন্দীদের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার
- বন্দী নিবন্ধন
- রেড ক্রস বার্তা (পারিবারিক সংবাদ সম্বলিত সংক্ষিপ্ত বার্তা) বিতরণ
- চূড়ান্ত আলোচনা
- আইসিআরসি'র প্রতিবেদন
- রেড ক্রস বার্তা বহন

মারকো কোকিক/আইসিআরসি

আইসিআরসি দলের আগমন

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি'র (আইসিআরসি) পরিদর্শন দল এসে পৌঁছালে, দায়িত্বরত প্রহরীরা তাদের স্বাগত জানান।

আইসিআরসি পরিদর্শন দল এক বা একাধিক সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে। এই দলে থাকতে পারেন একজন প্রতিনিধি (ডেলিগেট), চিকিৎসক প্রতিনিধি, দোভাষী, পানি ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং পুষ্টিবিদ (এখানে উল্লিখিত প্রত্যেকেই আইসিআরসি'র প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হবেন)।

প্রাথমিক আলোচনা

প্রাথমিক ধাপে আইসিআরসি'র প্রতিনিধিরা দায়িত্বরত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সরাসরি জানতে পারেন বন্দীশালার সাধারন পরিবেশ এবং তাদের হেফাজতে আটক ব্যক্তিদের বিশদ পরিস্থিতি সম্পর্কে।

প্রতিনিধিরা আইসিআরসি'র পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক তথ্য সংগ্রহ করেন (যেমন- অভ্যন্তরীণ নিয়ম-কানুন, বন্দীদের আইনগত মর্যাদা এবং বর্তমান অবস্থান, বন্দী অবস্থায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর, মুক্তি/অব্যাহতি, সাধারণ ক্ষমা, মৃত্যু এবং আইসিআরসি'র বিগত পরিদর্শনের পরে পলায়নের সংখ্যা)।

অনুরূপভাবে দায়িত্বরত কারাকর্মকর্তা বন্দীদের তত্ত্বাবধান করতে গিয়ে মুখ্য যে সমস্যা সমূহের তারা সম্মুখীন হয়েছেন এবং আইসিআরসি'র শেষবার পরিদর্শনের পর বন্দীদের বসবাসের পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে তারা যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা তুলে ধরেন।

লুক পনচন/আইসিআরসি

কারাগার এলাকা পরিদর্শন

এরপর প্রতিনিধি দলটি কারাগার এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে বন্দীদের আটকাবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। পরিদর্শনের এই দ্বিতীয় ধাপে প্রতিনিধিরা কারাগারটির সাথে পরিচিত হন এবং পূর্বের পরিদর্শনের পর সেখানে কোন পরিবর্তন হয়ে থাকলে, তা পর্যবেক্ষন করেন। গাইড হিসাবে এবং সেই সাথে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য একজন কারাকর্মকর্তাকে সাথে নিয়ে প্রতিনিধিরা সম্পূর্ণ কারাগার এলাকা, যেমন- সেল (বন্দীদের কক্ষ বা উন্মুক্ত প্রকোষ্ঠ), শৌচাগার ও স্নানের সুবিধাদি, পরিবারের সাথে সাক্ষাৎের কক্ষ, রান্নাঘর, চিকিৎসাকেন্দ্র ইত্যাদি স্থানগুলো ঘুরে দেখেন। কারাকর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেন যে, আইসিআরসি'র প্রতিনিধিদের অনুরোধে বন্দীশালার সকল স্থান তাদের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

লরেন্ট মায়ারহ্যাল/আইসিআরসি

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

তৃতীয় ধাপে বন্দীদের সনাক্তকরণ ছাড়াও প্রতিনিধিরা, বন্দীদের কাছ থেকে তাদের আটকাবস্থা, কারা হেফাজতে থাকাকালীন গ্রহণ করা চিকিৎসা এবং আইনী প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য জটিলতাগুলো বিস্তারিতভাবে শুনেন। প্রতিনিধিরা বন্দীদের কাছে এটাও ব্যাখ্যা করেন যে আইসিআরসি তাদের বন্দীত্বের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবে না।

আইসিআরসি'র প্রতিনিধিদের সাথে বন্দীদের তাদের সুবিধামত স্থানে, একান্তে এবং পর্যাপ্ত সময় নিয়ে কথা বলবার সুবিধা থাকতে হবে, যাতে বন্দীরা (দলবন্ধভাবে বা একা) স্বাচ্ছন্দে এবং গোপনীয়ভাবে তাদের বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন। এসময়ে তৃতীয় কোন পক্ষ সেখানে উপস্থিত থাকতে পারবে না। এই সাক্ষাৎকারগুলো বন্দীদের জীবনযাপন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেয় এবং প্রতিনিধিদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণকে সমৃদ্ধ করে।

ক্রিস্টফ ভন টগেনবার্গ/আইসিআরসি

বন্দী নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন)

যে সকল বন্দীর অবস্থা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক, ভবিষ্যতে তাদের পরিস্থিতি লক্ষ্য করবার জন্য আইসিআরসি'র প্রতিনিধিরা তাদের নিবন্ধনের প্রস্তাব দেন। আইসিআরসি'র নির্দিষ্ট ফর্মে প্রতিনিধিরা নিম্নেল্লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেনঃ বন্দীদের সম্পূর্ন পরিচয়, তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা এবং গ্রেপ্তার হবার পর থেকে তাদের আটকবস্থার স্থানসমূহ।

এরপর একটি ছোট সনাক্তকারী কুপন বন্দীদের দেয়া হয়। পরবর্তী বন্দী পরিদর্শনের সময় বা এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে বন্দীরা স্থানান্তরিত হলে, এই কুপনটি নিবন্ধনকৃত বন্দীদের অবস্থান পুনরায় সনাক্ত করতে সহায়তা করে।

জন জগভিনসন/আইসিআরসি

রেড ক্রস বার্তা বিতরণ

বন্দীরা তাদের আত্মীয়-পরিজনদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে সক্ষম না হলে রেড ক্রস বার্তা লিখতে এবং বার্তার উত্তর পেতে পারেন।

কোন বিকল্প উপায় না থাকলে, থানা বা কারাগার কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বন্দী এবং তাদের পরিবার রেড ক্রস বার্তার মাধ্যমে পরস্পরের মাঝে সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারেন। কারাকর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে আইসিআরসি, বন্দীদের সাথে তাদের পরিবারের সাক্ষাৎ আয়োজনে সহায়তা করতে পারে।

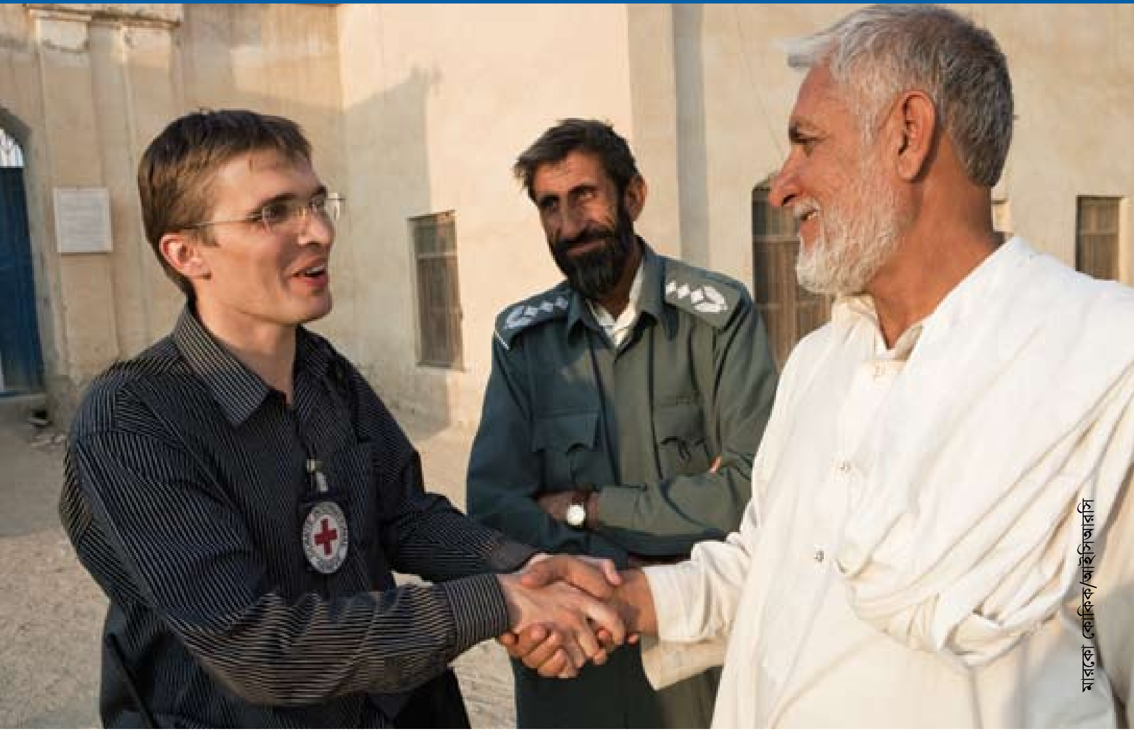

চূড়ান্ত আলোচনা

পরিদর্শনের শেষ ধাপে, প্রতিনিধিরা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য এবং সুপারিশগুলো নিয়ে দায়িত্বরত কারাকর্মকর্তার সাথে আলোচনা করেন, যাতে কারাকর্তৃপক্ষ আইসিআরসি কর্তৃক সনাক্তকৃত সম্ভাব্য সমস্যাগুলো বুঝতে পারেন।

এই খোলামেলা এবং গঠনমূলক আলোচনা, পরবর্তী পরিদর্শনের সময় আইসিআরসি'র উপস্থাপিত বিষয়গুলো এবং কর্তৃপক্ষের নেয়া পদক্ষেপের অগ্রগতি লক্ষ্য করতে উভয় পক্ষকে সক্ষম করে।

প্রতিবেদন

পরিদর্শন শেষে যে সকল বিষয়ে কারাকতৃপক্ষ ও আইসিআরসি'র মাঝে আলোচনা হয়েছে, তার বিবরণ সহ একটি গোপনীয় প্রতিবেদন বা রিপোর্ট আইসিআরসি'র প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন।

একটি বা বিভিন্ন কারাগারে একবার বা একাধিক পরিদর্শনের পর, আইসিআরসি জেলা, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের পরিদর্শন সম্পকির্ত প্রতিবেদন পেশ করে। এই প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের জন্য সহায়ক একটি কার্যকর উপকরণ যা, বন্দীদের স্বার্থ রক্ষার্থে সকল স্তরের কর্তৃপক্ষ ও আইসিআরসি'র মধ্যে সংলাপ ও পারস্পরিক সহযোগিতার সেতু রচনা করে। প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শুধুমাত্র আইসিআরসি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবগত থাকেন।

জন জর্গেনসন/আইসিআরসি

রেড ক্রস বার্তা বহন

রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের সদস্যরা বন্দীদের লেখা রেড ক্রস বার্তা তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দেন। পরিবারের সদস্যরা উত্তর হিসাবে আরেকটি বার্তা লিখে এই বাহকদের দিলে, পরবর্তী কারাগার পরিদর্শনের সময় তা আটক বন্দীদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।

আইসিআরসি

আইসিআরসি'র বন্দী কল্যাণ কার্যক্রম

আইসিআরসি'র বন্দী-কল্যাণ কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে মানবিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত ঃ বন্দীদের শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সাধন এবং তাদের চিকিৎসা ও বন্দীত্বের পরিবেশ যাতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অন্যান্য মানদণ্ড অনুযায়ী হয়, তা নিশ্চিত করা। নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে আইসিআরসি'র প্রচেষ্টা নির্যাতন, অন্যান্য নিষ্ঠুরতা, জোরপূর্বক অন্তর্ধান ও বিচার বহির্ভুত হত্যা প্রতিরোধ এবং বন্দীরা যাতে মৌলিক বিচার-সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিগুলো লাভ করে তা নিশ্চিত করা। এছাড়াও আইসিআরসি কারাগারের পরিবেশের উন্নয়ন এবং কারাবন্দী ও তাদের পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে কাজ করে।

কারাগার এলাকা পরিদর্শনে আইসিআরসি'র কিছু শর্ত

আইসিআরসি কিছু শর্তসাপেক্ষে কারাগার এলাকা পরিদর্শনের আয়োজন করে থাকে :

- কারাবন্দী এবং তাদের দ্বারা ও তাদের জন্য ব্যবহৃত সব এলাকায়, আইসিআরসি'র প্রতিনিধিদের পরিপূর্ণ ও অবাধ প্রবেশাধিকার থাকতে হবে;
- প্রতিনিধিদের, তাদের পছন্দমত কারাবন্দীদের সাথে গোপনীয় সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে;
- প্রতিনিধিদের পুনঃপরিদর্শনের সুযোগ থাকতে হবে;
- কারাকর্তৃপক্ষ অবশ্যই আইসিআরসিকে বন্দীদের নাম জানাবেন এবং স্বাধীনভাবে কারাবন্দীদের একটি তালিকা তৈরির অধিকার আইসিআরসি'র থাকতে হবে।

থিয়েরি গ্যাসমান/আইসিআরসি

বিশ্বজুড়ে আইসিআরসি

২০১১ সনে আইসিআরসি'র প্রতিনিধিরা ৭৫টি দেশের ১,৮৬৯টি কারাগারে এবং ৫টি আন্তর্জাতিক আদালতে ৫,৪০,৮২৮ জন কারাবন্দীকে পরিদর্শন করেছেন। এর মাঝে ১৪,৭৯০ জন কারাবন্দীকে প্রথমবারের মত পরিদর্শন ও নিবন্ধন করা হয়। আইসিআরসি'র সহায়তায় ১৫,৭১৫ জন বন্দী তাদের পরিবারের সাথে দেখা করতে সক্ষম হন।।

লক্ষ্য

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি) একটি পক্ষপাতহীন, নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন সংস্থা যার বিশেষ মানবিক লক্ষ্য হলো সশস্ত্র-সংঘাত ও অন্যান্য সহিংস ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জীবন ও আত্মমর্যাদা রক্ষা এবং তাদেরকে সহায়তা প্রদান করা। সেই সাথে সংস্থাটি ঐকান্তিকভাবে প্রচেষ্টা করে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও সর্বজনীন মানবিক নীতিমালাগুলোর প্রচার ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের ভোগান্তি প্রতিরোধ করতে।

১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত আইসিআরসি'র যাত্রা শুরু হয় জেনেভা কনভেনশন এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। সংস্থাটি, সংঘাতকালীন পরিস্থিতিতে রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন দ্বারা সংগঠিত আন্তর্জাতিক ত্রান কার্যক্রমগুলো পরিচালিত ও সমন্বিত করে।

ICRC

০০৯৫/২৫৬ ০৯.২০১২ ৩৫০০